November
2022

Newspaper Clips

based on

The Hindu | Times of India | Economic Times | Financial Express | The Telegraph| Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | The Pioneer | Free Press Journal | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg |

Chittaranjan National Cancer Institute
Central Library

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 01/11/2022

স্তন ক্যান্সার নিয়ে – ***আনন্দবাজার পত্রিকা, 1st Nov., 2022***

এক নজরে

স্তন ক্যানসার নিয়ে

স্তন ক্যানসার সচেতনতা বৃদ্ধির মাস হিসাবে পরিচিত অক্টোবর। বর্তমানে শহরের মহিলাদের মধ্যে স্তনের ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যে বছরে প্রায় ৮৫ হাজার মানুষের ক্যানসার ধরা পড়ে। তার মধ্যে প্রায় ১৩ হাজারই স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। অন্যান্য ক্যানসারের মতোই রোগ দ্রুত ধরা পড়ার উপরে নির্ভর করে সুস্থতার হার। এ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে রুবি ক্যানসার সেন্টার ও রুবি ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সোমবার আয়োজিত পদযাত্রায় অংশ নেন প্রায় ৩৫০ জন। সেন্টারের পক্ষ থেকে চিকিৎসক ডি পি সমাদ্দার জানান, বিনামূল্যে ক্যানসার পরীক্ষা শিবির করা হবে রাজ্যে। রুবি ব্রেস্ট ক্লিনিকে সপ্তাহান্তে বিনামূল্যে পরামর্শ মিলবে। ক্লিনিকের হেল্পলাইন নম্বর ৭৯৮০০৯৮২১০।

The Telegraph

Date: 03/11/2022

Bangla cancer patient dies of dengue – ***The Telegraph, 3rd Nov., 2022***

Bangla cancer patient dies of dengue

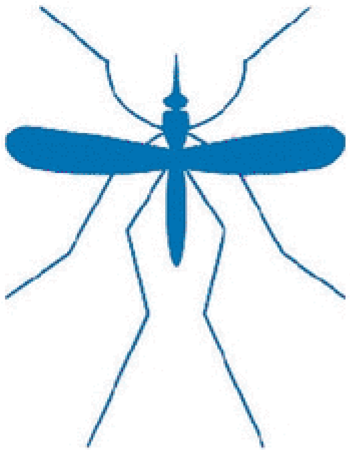

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta: A 58-year-old woman from Bangladesh who was in Calcutta and Madhyamgram for at least 10 days for her cancer treatment died of dengue at AMRI Hospitals Dhakuria on Wednesday, an official of the hospital said.

Shipra Das was suffering from brain cancer and had come to the city from Narail in Bangladesh for treatment. She passed away at 9.15am on Wednesday.

"She died because of sepsis and multi-organ failure, triggered by dengue haemorrhagic fever," said an official of the hospital.

"She was discharged from the hospital on October 27 after radiotherapy. She came back on October 30 with a high fever and was admitted to the hospital the next day. She tested positive for dengue," said an official of AMRI.

An official of the Calcutta Municipal Corporation (CMC) said Das had also tested positive for dengue at a diagnostic lab in Madhyamgram.

"It seems she was staying somewhere in Madhyamgram while undergoing treatment for other illnesses," said the official.

The woman was suffering from glioblastoma multiforme, an aggressive form of cancer in the brain and spine, besides Hepatitis-B. "Doctors believe her existing conditions made her more vulnerable to dengue," said the hospital official.

A number of people in Calcutta have died of dengue this year. But neither the state health department nor the CMC has revealed the death toll.

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 03/11/2022

ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে এসে ডেঙ্গিতে মৃত্যু বাংলাদেশি প্রৌঢ়ার -
আনন্দবাজার পত্রিকা, 3rd Nov., 2022

ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে এসে ডেঙ্গিতে মৃত্যু বাংলাদেশি প্রৌঢ়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ শিপ্রা দাস

ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ৫৮ বছরের প্রৌঢ়া। চিকিৎসা করিয়ে গত ৩০ অক্টোবর বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে দিন থেকেই তীব্র জ্বর আসে। রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি ধরা পড়ায় প্রৌঢ়াকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। বুধবার সকালে সেখানেই তিনি মারা যান। ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভারের উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশের নড়াইল জেলার বাসিন্দা ওই প্রৌঢ়ার নাম শিপ্রা দাস। গত দু'মাস ধরে তিনি ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার সাজিরহাটে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে থেকেই ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ক্যানসারের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। পরিজনেরা জানাচ্ছেন, কয়েক মাস আগে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে টিউমার ধরা পড়ে শিপ্রার। তার চিকিৎসা করাতে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। পরীক্ষায় দেখা যায়, প্রৌঢ়া ক্যানসারে আক্রান্ত। সেই মতো চিকিৎসা শুরু হয়। শিপ্রার ভাইপো দীপ দাস বলেন, "৩০ অক্টোবর ফেরার জন্য উড়ানের টিকিট করা ছিল পিসিদের। কিন্তু সে দিন সকাল থেকে পিসির ধুম জ্বর আসে। ডেঙ্গি পরীক্ষা করালে রিপোর্ট পজ়িটিভ আসে। প্লেটলেট ৪৫ হাজারে নেমে গিয়েছিল।" এর পরে ঢাকুরিয়ার ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিপ্রাকে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁর ক্যানসারের সমস্যা আরও মারাত্মক রকম বাড়াবাড়ি হয়েছিল। তাতেই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে তিনি মারা যান। একটা রোগের জন্য চিকিৎসা করাতে অন্য দেশে এসে, অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা খুবই দুঃখজনক বলে মন্তব্য করছেন সকলে। দীপ জানাচ্ছেন, আজ বৃহস্পতিবার সড়কপথে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শিপ্রার দেহ।

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, রাজ্যে ডেঙ্গি সংক্রমিতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এ-ও দেখা যাচ্ছে, কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাতেও বিশেষ কয়েকটি এলাকায় সংক্রমণ বাড়ছে। যেমন, কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রের খবর, দক্ষিণ কলকাতার কসবা-সহ ইএম বাইপাস সংলগ্ন ওয়ার্ডগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়ে চলেছে। পুরসভা ওই এলাকাগুলি বাড়তি নজরদারিতে রাখছে। পুর স্বাস্থ্য বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, "ওই এলাকাগুলি আমরা বাড়তি নজরে রাখছি। কোনও বাড়িতে জল জমে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে স্বাস্থ্যকর্মী-সহ পুরসভার দল। যেখানে পৌঁছনো যাচ্ছে না, সেখানে ড্রোন উড়িয়ে মশার লার্ভা আছে কি না দেখা হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি নোটিস পাঠানো হচ্ছে। তবুও সংক্রমণ বাড়ার পিছনে এক শ্রেণির মানুষের উদাসীনতা দায়ী।"

পুর স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রের খবর, ১২ নম্বর বরো এলাকার ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৭ ও ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী। একই চিত্র ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ ফুলবাগান, ফুলবাগান, পূর্ব ফুলবাগান, রবীন্দ্রপল্লি, ১০৫ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদনগর, সুচেতানগর, গড়ফা, বৈদ্যপাড়া, ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বাচল, উত্তর পূর্বাচল, কায়স্থপাড়া, ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাজডাঙা, ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদ স্মৃতি কলোনি ইত্যাদি এলাকায়। এগারো নম্বর বরো এলাকার বাঁশদ্রোণীর বিস্তীর্ণ অংশে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। ওই বরোর ১১২, ১১৩ ও ১১৪— এই তিন ওয়ার্ড চিন্তার কারণ। ১১৩ ও ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই দু'জন করে ডেঙ্গিতে মারা গিয়েছেন। আবার ১৩ নম্বর বরো এলাকার ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যানার্জিপাড়া, ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের এস এন রায় রোড, ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্রজেন মুখার্জি রোড, এস এন চ্যাটার্জি রোড, রায়বাহাদুর রোড এলাকা পুরসভাকে ভাবাচ্ছে। পুর স্বাস্থ্য বিভাগের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, "গোটা নভেম্বর মাস আমরা সকলকে সতর্ক থাকতে আবেদন করছি। যে হারে ডেঙ্গি বাড়ছে, তাতে এখনই কমার কোনও লক্ষণ নেই।"

আনন্দবাজার পত্রিকা
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

Date: 03/11/2022

ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত নয়্যার - *আনন্দবাজার পত্রিকা, 3rd Nov., 2022*

ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত নয়্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন

২ নভেম্বর: ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত ম্যানুয়েল নয়্যার! তিনবার অস্ত্রোপচারও হয়েছে জার্মানি ও বায়ার্ন মিউনিখের তারকার মুখে। বুধবার নিজেই জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক।

জার্মানির টেনিস তারকা অ্যাঞ্জেলিক কের্বেরের সঙ্গে একটি প্রসাধনী সামগ্রীর উন্মোচনের অনুষ্ঠানে সাংবাদিক বৈঠকে নয়্যার বলেছেন, "আমাদের দু'জনেরই ত্বকের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। অ্যাঞ্জেলিকের ত্বকে সূর্যের রশ্মি থেকে দাগ (হাইপারপিগমেনটেশন) হয়েছে। আমার মুখের ত্বক আক্রান্ত ক্যানসারে। এই সমস্যার জন্য আমাকে তিন বার অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে।" যোগ করেছেন, "এই কারণেই আমরা ত্বকের সুরক্ষায় কোনও রকম আপস করি না। সূর্যরশ্মি থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখি। কারণ, অনুশীলনের জন্য সবসময় আমাকে মাঠে থাকতে হয়। তা ছাড়া প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটাতেও আমি খুব ভালবাসি।"

চোটের কারণে কাতার বিশ্বকাপে নয়্যারের খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। শনিবার জার্মান বুন্দেশলিগায় হের্থা বার্লিনের বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে বায়ার্নের। এই ম্যাচের উপরেই নয়্যারের বিশ্বকাপ-ভাগ্য নির্ভর করছে বলে দাবি জার্মানির সংবাদমাধ্যমের।

■ **লড়াকু:** অসুস্থতা উপেক্ষা করেই খেলছেন নয়্যার। *ফাইল চিত্র*

THE FREE PRESS JOURNAL
Quality at Value

Date: 03/11/2022

St. Jude cancer care center turns 15 – *The Free Press Journal, 3rd Nov., 2022*

St. Jude cancer care centre turns 15

St. Jude completes 15 years of providing quality care to children battling cancer. Founded in 2006 by Mrs Shyama and Mr Nihal Kaviratne CBE, St. Jude India Child Care Centres provides a free

of cost 'home away from home' for children undergoing cancer treatment. St. Jude works alongside various cancer hospitals pan-India. Family of every patient is provided with a totally hygienic individual family unit that has all they need during their stay. Free of cost nutritious provisions are supplied weekly. For more info, visit ***http://www.stjudechild.org***

Date: 04/11/2022

ক্যানসার আক্রান্ত বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক- ***একদিন, 4th Nov., 2022***

একদিন KOLKATA EDITION - 04 Nov 2022 - Page 8

ক্যানসার আক্রান্ত বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েক দিন পরেই শুরু হবে কাতার বিশ্বকাপ। তার আগেই একের পর এক দুঃসংবাদ আছড়ে পড়ছে ফুটবল বিশ্বে। এ বার দুঃসংবাদ জার্মান শিবিরে। দলের গোলরক্ষক আক্রান্ত মারণ রোগ ক্যানসারে।

বায়ার্ন মিউনিখের গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যারের শরীরে বাসা বেধেছে ক্যানসার। নিজেই এ কথা জানিয়েছেন তিনি। ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক। অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত তিন বার অস্ত্রোপচার হয়েছে নয়্যারের। ত্বকের একটি প্রসাধনী পণ্যের প্রচার দূত হয়েছেন নয়্যার। সেই পণ্যের প্রচার উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে সকলকে ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন বায়ার্ন মিউনিখের গোলরক্ষক। সে সময়ই জানান তিনি ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই প্রথম প্রকাশ্যে নিজের এই অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন জার্মানির ফুটবল দলের শেষ প্রহরী। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন জার্মানির মহিলা টেনিস খেলোয়াড় অ্যাঞ্জেলিক কের্বারও।

নয়্যার বলেছেন, ‘‘আমাদের দু’জনেরই চর্মরোগের ইতিহাস রয়েছে। অ্যাঞ্জেলিক আক্রান্ত সূর্যের রশ্মির প্রভাবে হাইপারপিগমেন্টেশনে। আর আমার মুখের ত্বক ক্যানসার আক্রান্ত। তিন বার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে আমাকে।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘এই কারণে আমরা সূর্যের রশ্মি থেকে সব সময় বাঁচার চেষ্টা করি। কোনও রকম আপস করি না আমরা। ত্বকের বিশেষ যত্ন নিতে হয় আমাদের। আমাকে সূর্যের রশ্মির মধ্যেই অনুশীলন করতে হয়। খেলতেও হয়। প্রকৃতির মাঝেই অবসর সময় কাটাতে পছন্দ করি। তাই আমাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়।’’

অক্টোবরের শুরুতে বুন্দেশলিগার একটি ম্যাচে কাঁধে চোট পান নয়্যার। তখন থেকেই মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি। এর মধ্যেই ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জার্মান গোলরক্ষক। বিশ্বকাপের আগে তাঁর সম্পূর্ণ ফিট হওয়া নিয়ে কিছুটা হলেও সংশয় রয়েছে। জার্মানির জাতীয় ফুটবল দলে গোলরক্ষক হিসাবে তিনিই প্রথম পছন্দ। ক্যানসারের জন্য অবশ্য তাঁর ফুটবল খেলতে অসুবিধা হয় না। তাঁর চোট নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন জার্মানির ফুটবলপ্রেমীরা। শেষ পর্যন্ত কাতার বিশ্বকাপে তিনি খেলতে না পারলে তা হবে জার্মানির জন্য বড় ধাক্কা। যদিও বায়ার্ন মিউনিখ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নয়্যার সম্পূর্ণ সুস্থ। আগামী শনিবারের ম্যাচেই ক্লাবের হয়ে মাঠে নামবেন তিনি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 05/11/2022

শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসায় আলাদা ইউনিট করছে পি জি –*আনান্দবাজার পত্রিকা, 5th Nov., 2022*

শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসায় আলাদা ইউনিট করছে পিজি

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসায় পৃথক ইউনিট চালু করছে এসএসকেএম হাসপাতাল। ১৪ নভেম্বর, শিশু দিবসেই তা চালু হতে পারে। এ বিষয়ে ছাড়পত্র পেতে স্বাস্থ্য ভবনে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালে এই প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ 'পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি' পরিষেবা চালু হচ্ছে।

মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়ালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র। শিশুদের ইউনিট তারই অংশ। পিজিআই, চণ্ডীগড় থেকে ডিএম (পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি) পাশ করে এসএসকেএমে আংশিক সময়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে যোগ দিয়েছেন প্রীতম সিংহরায়। রেডিয়োথেরাপির আরএমও প্রত্যুষা মুখোপাধ্যায়ও টাটা মেমোরিয়াল থেকে মেডিক্যাল অঙ্কোলজির প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন বিভাগ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মিলিত ভাবে এই ইউনিট চালুর পরিকল্পনা করেছেন। শিশুদের অঙ্কোপ্যাথলজি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। সেখানকার প্যাথলজিস্টরা টাটা মেমোরিয়াল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

রেডিয়োথেরাপির প্রধান চিকিৎসক অলোক ঘোষদস্তিদার জানাচ্ছেন, প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার শিশুরোগের বহির্বিভাগেই চলবে পৃথক ক্যানসার ইউনিট। পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা হয়েছে। শিশুদের ক্যানসার আক্রান্ত টিউমার ছোট করতে কেমোথেরাপি দিতে হয়। তার পরে অস্ত্রোপচার। কাউকে আবার অস্ত্রোপচারের পরে ছ'মাস থেকে এক বছর কেমোথেরাপি দিতে হয়। সেই জন্য শিশু শল্য বিভাগেই ২৫ শয্যার ক্যানসার ইউনিট চালু হচ্ছে। শিশুরোগ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সুপ্রতিম দত্ত, শিশু শল্য বিভাগের প্রধান চিকিৎসক রুচিরেন্দু সরকারেরা ওই ইউনিটের রূপরেখা তৈরি করছেন।

আবার দরিদ্র শিশুদের পরিষেবা দিতে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে 'মউ' সই করেছে এসএসকেএম। সংস্থার তরফে পার্থ সরকার বললেন, "আমাদের আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। এতে দরিদ্র পরিবারের দালাল-চক্রের হাতে পড়ার শঙ্কা কমবে। যে পরীক্ষা সরকারি স্তরে হয় না, তা বাইরে করানোর আর্থিক সাহায্য মিলবে।"

আজকাল

Date: 07/11/2022

দেরিতে রোগ নির্ণয় ক্যান্সার চিকিৎসার সবচেয়ে বড় সমস্যা – *আজকাল, 7th Nov., 2022*

দেরিতে রোগ নির্ণয় ক্যান্সার চিকিৎসার সবচেয়ে বড় সমস্যা

ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়

ক্যান্সার সচেতনতা দিবস হিসেবে আজকের দিনটা প্রতিবছরই আমরা পালন করি। কেন্দ্রীয় সরকার গত ২০১৪ সাল থেকে এই দিনটাকে পালন করে আসছে। এর দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমটি হল, রোগটাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা এবং দ্বিতীয়টি হল মৃত্যুটাকে আটকানো। অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রাম থেকে শহরে অনেক লোক এই রোগের চিকিৎসা করাতে আসেন। যত রোগী আমরা দেখি, দেখা যায় তাঁদের ৫০ শতাংশের মধ্যেই রোগটা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁদের মৃত্যুটা হয় এক বছরের মধ্যেই, যেটা একটা চিন্তার কারণ। ফলে ৭ নভেম্বর দিনটি পালন করার উদ্দেশ্যই হল ক্যান্সার হয়েছে এরকম কিছু যদি মনে হয় তবে দেরি না করে দ্রুত রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা। যাতে চিকিৎসা তাড়াতাড়ি শুরু করে রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায়। যদি দেখা যায় রোগটা কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর মৃত্যুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে রোগী কী অবস্থায় চিকিৎসা করাতে আসছেন তার ওপর। ফলে রোগ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দিতেই ৭ নভেম্বর দিনটি আলাদা করে পালন করা হয়।

যদি জাতীয় স্তরের দিকে তাকানো যায় তবে দেখা যাবে সরকারি হিসেব অনুযায়ী এই মুহূর্তে প্রতি বছর ১৫ লক্ষের কাছাকাছি নতুন রোগী নথিভুক্ত হচ্ছে। রাজ্যে প্রতি বছর এই সংখ্যাটা প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার। ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে রাজ্যে বছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজারের কাছাকাছি নতুন রোগী পাওয়া যাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা এত বাড়ছে কেন? উত্তরে জানাই, এর পেছনে মূল কারণ হল মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়া। খুব বেশি বয়স যদি কারও হয় তবে কিন্তু ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়। দেখা গেল একজনের হয়তো ষাট বছর বয়স কিন্তু তাঁর ক্যান্সার নেই। আবার এই লোকটা যখন ৭০ বা ৮০ বছর বয়সে পৌঁছে যাচ্ছেন তখন কিন্তু তাঁর ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়েই যায়। ফলে মানুষের গড় আয়ুর সঙ্গে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

ভারতের নিরিখে দেখা গেছে এই দেশে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কয়েকটি 'কমন ক্যান্সার' দেখা যায়। ছেলেদের মধ্যে সবথেকে বেশি দেখা যায় ফুসফুস, মুখ এবং মুখগহ্বরের ক্যান্সার। এছাড়াও অন্ত্র, পায়ুদ্বার বা বয়স্কদের ভেতর প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে।

এদেশে মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে ক্যান্সারগুলি দেখা যায় সেগুলি হল ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং সারভাইক্যাল ক্যান্সার। আগে সারভাইক্যাল ক্যান্সারের সংখ্যা বেশি ছিল। সেটার জায়গাটা এখন ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে নিয়েছে। যার পেছনে একটা বড় কারণ হল ধূমপান, মদ্যপান এবং অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া। এছাড়াও মহিলাদের মধ্যে ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ে ক্যান্সারের বিষয়টিও অনেক পুরনো। সেইসঙ্গে মুখে বা ফুসফুসের ক্যান্সারও মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়।

একটা খুব সাধারণ বিষয় হল— বহু ক্ষেত্রেই রোগী আসার পর যখন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর পরিস্থিতি খুব সিরিয়াস, তখন ওই রোগী আমাদের কাছে জানতে চান তিনি আজই চিকিৎসার জন্য এসেছেন অথচ চিকিৎসক বলছেন এটাই তাঁর শেষ পর্যায়।

দেরিতে রোগনির্ণয় ক্যান্সার চিকিৎসায় একটা বড় সমস্যা। দেরিতে নির্ণয় মানে রোগের বৃদ্ধি। অথচ ক্যান্সার হলে একজন রোগী প্রাথমিকভাবে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হন, সেগুলো অন্য রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু হতে পারে। ফলে রোগী বা তাঁর পরিজন এই লক্ষণগুলোকে গুরুত্ব দিতে চান না। যেমন ক্যান্সার আর টিবির উপসর্গ কিন্তু প্রায় একইরকম এবং এই দুটো অসুখই কিন্তু একইসঙ্গে শরীরে থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ খেয়ালে রাখতে হবে। যার মধ্যে একটি হল শরীরে কোনও দীর্ঘস্থায়ী ঘা, যা সারতে চাইছে না। স্বরভঙ্গ যদি কারও দীর্ঘদিন ধরে থাকে তবে সতর্ক হতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভোগা। আবার কারও ক্ষেত্রে কোনও কিছু উপসর্গ একেবারেই না থাকতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শরীরের ওজন কমে যাওয়া। যদি কারও ছ'মাসের মধ্যে ১০ শতাংশ ওজন কমে যায় তবে তাঁকে সতর্ক হতে হবে। কারণ ওজন কমাটা কিন্তু ক্যান্সারের একটা বড় লক্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে হজমের সমস্যায় ভোগা এবং পেটের উপরিভাগে ব্যথা বা খিদে না থাকা এবং পেটে অস্বস্তি। সতর্কতা নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে একটা আল্ট্রা সোনোগ্রাফিতেই কিন্তু লিভার, গল ব্লাডারে যদি ক্যান্সার হয়ে থাকে তবে সেটা ধরা পড়তে পারে। খাবার গিলতে গিয়ে অস্বস্তি কিন্তু খাদ্যনালির ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। এটা সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়। আঁচিলে চুলকানি বা রক্তপাত হলে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ব্যথাহীন মাংসপিণ্ড কিন্তু ক্যান্সারের লক্ষণ। শরীরের বাইরের দিক যেমন মহিলাদের স্তন বা পুরুষের যদি মুখের ভেতর ক্যান্সার হয় তবে সেটা অনেক তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা যায়। কিন্তু শরীরের ভেতরের কোনও অঙ্গে যদি হয় তবে সেটা বুঝতে বুঝতেই অনেকটা সময় চলে যায়। তার থেকেও বড় কারণ, ক্যান্সারের প্রথম দিকটা থাকে পুরোপুরি যন্ত্রণাবিহীন। তাই অসুবিধা হয় না বলেই লোকে এটাকে গুরুত্ব দিতে চায় না।

এই প্রশ্নটা অনেকেই করেন ক্যান্সার কেন হয়? কারণ রোগটা নিয়ে সকলেরই একটা ভীতি আছে। এর কারণ যদি ভাগ করতে হয় তবে একটা ভাগ হবে বংশানুক্রমিক। কোনও পরিবারে যদি একজনের ক্যান্সার হয় তবে সেই পরিবারে অন্য কারও ক্যান্সার হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য সদস্যদের প্রতি বছর সাধারণ কিছু শারীরিক পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। শরীরে কোনও অসুবিধা না থাকলেও কিন্তু এই পরীক্ষা করা উচিত।

ছেলেদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলি হল বুকের এক্স–রে, পেটের সোনোগ্রাফি, রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কত আছে। অস্বাভাবিক শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি কিন্তু বিপদের লক্ষণ। আবার হিমোগ্লোবিনের বড়সড় ঘাটতিও কিন্তু ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাঁদের যোনি থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা। কমবয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তনের সোনোগ্রাফি এবং ৫০–এর ওপরে হলে ম্যামোগ্রাফি করে দেখে নিতে হবে।

অসংযমী জীবনযাপন ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। তার মধ্যে একটি বড় দিক হল তামাক সেবন। অনেকে হয়তো বলবেন অমুক তো নব্বই বছর পর্যন্ত তামাকের নেশা করে গেছেন কিছু তো হয়নি। ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় যে অমুকের হয়নি বলে তমুকের হবে না। মদ্যপান এবং তামাক সেবন, এই দুটো একসঙ্গে করা ভীষণ খারাপ। এক্ষেত্রে ঝুঁকি ১০ গুণ বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে চর্বিজাতীয় খাবার এবং 'স্মোকড ফুড' বা কাবাব জাতীয় খাবার এবং রেডমিট ও অর্ধসিদ্ধ খাবার খাওয়া। নিয়মিত এই খাবার গ্রহণ কিন্তু ক্যান্সারকে ডেকে আনতে পারে। সেইসঙ্গে আরও একটি বড় কারণ হল শারীরিক স্থূলতা। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাটা কিন্তু খুবই জরুরি।

ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসায় যে স্টেজগুলো আছে সেখানে এক এবং দুই নম্বর স্টেজ বলতে যেটা ধরা হয়, সেটা হল দ্রুত নির্ণয়ের পর চিকিৎসা চালু হওয়া। এক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচও অনেক কম হয়। রোগ যখন স্টেজ তিন বা চার–এ পৌঁছে যায়, তখন কিন্তু চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি পড়ে। কারণ রোগীর তখন অনেক কিছুই দরকার হয়ে পড়ে। জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস ভাবাই হয়েছে দ্রুত রোগ নির্ণয়ের কথা মাথায় রেখে। কারণ রোগ দ্রুত নির্ণয় হলেই নিরাময়ের সুযোগটা অনেক বেড়ে যায়। তাই সন্দেহ হলে বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে চিকিৎসকের সঙ্গে। মনে রাখতে হবে একজন রোগী কিন্তু তাঁর পরিবারের কাছে আপনজন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কিন্তু তাঁর পরিবার কষ্টই পাবে।

লেখক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ

Date: 07/11/2022

ক্যান্সার আক্রান্ত স্বামী, সাহায্যের আর্তি স্ত্রীর – ***আজকাল, 7th Nov., 2022***

ক্যান্সার আক্রান্ত স্বামী, সাহায্যের আর্তি স্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

রামনগর, ৬ নভেম্বর

কেমোথেরাপি শেষে কয়েক মাস আগে ২০ লক্ষ টাকা খরচে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশান করা হয়েছিল। সেই টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সমস্ত সম্পদ ও অর্থ নিঃশেষ করে ফেলেন পরিবারের লোকজন। রোগীও সুস্থ হচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। এরপর একদিন রাতে হঠাৎ করে জ্বর আসে। অত্যন্ত গুরুতর অবস্থা তৈরি হয়। ১৫ দিন পরও জ্বর না ছাড়ায় চিকিৎসকরা রক্ত পরীক্ষা করান। তাতে সংক্রমণের রিপোর্ট আসে। তারপর থেকেই রোগীর চলছে পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট কেয়ার। তার জন্য খরচ হবে ৬ লক্ষ টাকা। যা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন রামনগর–১ নম্বর ব্লকের বোধড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমুদ্র তীরের দুবলাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জ্যোতির্ময় খাটুয়ার পরিবার।

বছর আটত্রিশের জ্যোতির্ময় মাছের ব্যবসা করতেন। করোনার সময় বন্ধ হয়ে যায় সে ব্যবসা। তারপর হঠাৎ করেই দুর্বলতা তৈরি হয় শরীরে। চিকিৎসকদের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করে জানা যায়, জ্যোতির্ময় ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। ২০২১ সালের জুন মাসের সেই সময় থেকেই আঁধার নেমে এসেছে জ্যোতির্ময়ের সংসারে। কেউই ভাবেনি বিপদ এভাবে তাঁদের পরিবারের ওপর নেমে আসবে। কিন্তু এখন যে তাঁরা অসহায়। একেবারেই সর্বস্বান্ত! এই অবস্থায় জ্যোতির্ময়ের স্ত্রী শম্পা ও তাঁর পরিবার সাহায্য চাইছেন রাজ্য ও দেশের সরকারের কাছে। সকলের যৌথ সাহায্যই একমাত্র তাঁর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে বলে জানিয়েছেন শম্পা খাটুয়া। মুম্বই টাটা মেমোরিয়ালের পর বর্তমানে পুনে শহরের দীননাথ মঙ্গেশকর রিসার্চ সেন্টারে চিকিৎসা চলছে জ্যোতির্ময়ের।

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 07/11/2022

ক্যানসারের উপশম চিকিৎসায় সচেতনতা কবে আসবে –*আনান্দবাজার পত্রিকা, 7th Nov., 2022*

ক্যানসারের উপশম চিকিৎসায় সচেতনতা কবে আসবে

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ **উদ্যোগ:** ক্যানসার সচেতনতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের মিছিল। রবিবার, ইএম বাইপাসে। *ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

ক্যানসারের অন্তিম পর্বে যখন আর চিকিৎসা কাজে আসে না, তখন প্রয়োজন উপশম চিকিৎসার। অথচ ওই চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই সরকারি, বেসরকারি কোনও হাসপাতালেই। ফলে রোগী এবং তাঁদের পরিবার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এমন ক্ষেত্রে রোগীকে বাড়িতে রেখে পরিষেবা দেওয়ার মতো অর্থ, লোকবল বা স্থানাভাব পরিবারের কাছে বড় সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়। আজ, ৭ নভেম্বর জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবসের প্রাক্কালে উঠে আসছে সেই প্রসঙ্গই।

পরিবারের কেউ ক্যানসারে আক্রান্ত হলে বদলে যায় পরিবেশ। কেউ পাশে থাকেন, কেউ দূরে সরিয়ে দিতে চান। অনেকে আবার বুঝে উঠতে পারেন না, কী ভাবে সামলাবেন। এমনও দেখা যায়, রোগীকে হাসপাতালে আনার লোক নেই। কী ভাবে নিয়ে আসবেন, কত দিন পর পর আসতে হবে? এমন সব প্রশ্নের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় ক্যানসারের উপশম চিকিৎসা। এই যন্ত্রণা লাঘব করতে ইএম বাইপাসের ধারে মেডিকা হাসপাতাল চালু করতে চলেছে ‘দুয়ারে উপশম’ চিকিৎসা পরিষেবা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁদের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এমন রোগীর কথা জানতে পারলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপশম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। তা হবে স্বল্প খরচে। রবিবার পরিষেবার উদ্বোধন করে হাসপাতালের অঙ্কোলজি বিভাগের অধিকর্তা-চিকিৎসক সৌরভ দত্ত বলেন, “রোগী বুঝে প্রয়োজনে বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হবে।”

এই উপলক্ষে এ দিন সকাল সাড়ে ন’টায় সচেতনতামূলক এক পদযাত্রা হয় কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন চন্দন সেন, অনুপম রায়, কল্যাণ সেন বরাট, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এ দিন ক্যানসার এবং উপশম চিকিৎসা সম্পর্কে সামগ্রিক সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে। চিকিৎসক, মনোরোগ চিকিৎসক, ক্যানসার নিয়ে কাজ করা সমাজকর্মীরাও অংশ নেন। ছিলেন ক্যানসার-জয়ীদের পাশাপাশি এই রোগে মাকে হারানো ছেলেও।

সমাজকর্মী অনুপ মুখোপাধ্যায় বলেন, “মানুষকে বোঝাতে হবে, ক্যানসার হলে তাকে নিয়েই বাঁচতে হবে। তাই ভয় না পেয়ে জীবনকে উপভোগ করুন।” একই বক্তব্য সমাজকর্মী নীলেন্দু সাহারও। ক্যানসার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা কেয়া দে জানাচ্ছেন, ১৫ বছর ৮ মাস আগে তাঁর ক্যানসার ধরা পড়েছিল। বাঁচবেন না ভেবে প্রথমে চিকিৎসা করাতে চাননি। এখন কেয়ার মন্তব্য, “চিকিৎসা করলে এবং মনের জোর রাখলে কিছু ক্ষেত্রে এই রোগকে হারানো সম্ভব।”

চিকিৎসক সায়ন দাসের পর্যবেক্ষণ, “ক্যানসার আবার ফিরে এল না তো, এই ভেবে সুস্থ হয়ে ওঠা বহু রোগীই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকেন। সিনেমায় ট্র্যাজিক দৃশ্য হিসাবেও এই রোগই বেছে নেওয়া হয়। এমন ভাবনাচিন্তা বদলের সময় এসেছে। রোগীর বাড়ির লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপশম চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে রোগের যন্ত্রণা কিছু হলেও কমানো সম্ভব।” চিকিৎসক সুদীপ দাসের আবার মত, “ক্যানসার বিভিন্ন ধরনের হয়। তার পর্যায়েও রয়েছে বিভিন্নতা। কার কত তাড়াতাড়ি বা কত দেরিতে রোগ ছড়িয়েছে, এ নিয়ে আগাম ধারণা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা উচিত।” আলোচনায় উপস্থিত মনোরোগ চিকিৎসক অরুণিমা দত্তের পরামর্শ, “পরিবারের লোক অবশ্যই পাশে থাকবেন। তবে চিকিৎসকদেরও আরও মানবিক হতে হবে।” এই বিষয়ে আশাবাদী ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, “বাড়িতে উপশম চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার এমন চেষ্টারই ভবিষ্যতে আরও প্রসার ঘটাতে হবে।”

ক্যানসারে মাকে হারিয়েছেন অয়ন চৌধুরী। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জানালেন, মায়ের অসুস্থতার সময়ে দু’মাসে ১৩ কেজি ওজন কমেছিল ছেলের। মাথার চুলও পড়ে যায়। ক্যানসার রোগীর পরিবারের উপর দিয়ে ঝড় কী ভাবে যায়, সেটা কল্পনা করা হয়তো অসম্ভব। তবে রোগের সঙ্গে লড়াইয়ে একটু ভাল ভাবে বাঁচার বন্দোবস্ত করলেও অনেকটা উপশম হয়।”

একদিন

Date: 07/11/2022

ক্যান্সারমুক্ত প্রৌঢ় ফিরলেন মায়েনমারে – *একদিন, 7th Nov., 2022*

ক্যান্সারমুক্ত প্রৌঢ় ফিরলেন মায়ানমারে

আজকালের প্রতিবেদন

সুদূর মায়ানমার থেকে আগত ক্যান্সার রোগী সুস্থ হলেন কলকাতায়। ৬৯ বছরের কিউরা বাহাদু গলার ক্যান্সারে ভুগছিলেন। শ্বাসনালি ও খাদ্যনালির মাঝের অংশ ওরোফ্যারিঙ্গসে টিউমার ছিল। আধুনিক চিকিৎসায় রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। শনিবার তিনি নিজের গন্তব্যস্থলে ফিরে যান। রোগী মায়ানমার থেকে ই–মেল করে যোগাযোগ করেন কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সায়ন পালের সঙ্গে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় তিনি ভর্তি হন হাসপাতালে। দু'মাস ধরে চলে চিকিৎসা। রোগী যখন হাসপাতালে আসেন, তখন শ্বাসনালি ক্যান্সারের ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তখন রোগীর শরীরে অক্সিজেন মারাত্মক কম ছিল। এই পরিস্থিতিতে নাক–কান–গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভীক ঘোষ জরুরি ভিত্তিতে ট্র্যাকিওস্টোমি করে টিউমার অপসারণ করে রোগীকে প্রাণে বাঁচান। শ্বাসনালি সুরক্ষিত করেন। এরপর আধুনিক ইমেজ গাইডেড রেডিয়েশন থেরাপি ও কেমোথেরাপির দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। ডাঃ অভীক ঘোষ বলেন, 'মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে রোগীর ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি। প্রথমে রোগীর গলায় ছিদ্র করে টিউব ঢুকিয়ে ট্র্যাকিওস্টোমি করে পৃথক রাস্তা তৈরি করি শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য। তারপর রোগীর মুখের ভেতর দিয়ে বিশেষ যন্ত্র ঢুকিয়ে ল্যারিঙ্গোস্কোপি করে টিউমারটা বের করে প্রাণে বাঁচানো হয়। বায়োপ্সি করে দেখা যায় অত্যন্ত খারাপ ধরনের টিউমার, যেটি ক্যান্সারপ্রবণ ছিল। অস্ত্রোপচারের পর রাইলস টিউব দিয়ে খাওয়ানো শুরু হয়। দেড় মাস ক্যান্সারের চিকিৎসা চলে। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।' ডাঃ সায়ন পাল বলেন, 'মায়ানমার থেকে এই রোগী গলার ক্যান্সার নিয়ে আমার কাছে আসেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ ক্যান্সারমুক্ত।' রোগীকে সুস্থ করে নিজের দেশে ফেরাতে পেরে তাঁরা খুশি।

কিউরা বাহাদু

The Statesman

Date: 12/11/2022

Cure of cancer Through Agency of Lead – ***The Statemen, 12th Nov., 2022***

CURE OF CANCER THROUGH AGENCY OF LEAD

The interim results of an important experiment to bring about the cure of cancer cells through the agency of lead are the subject of an article in the Lancet by Dr. Blair Bell, Professor of Gynaecology and Physician of Liverpool University. Led in suitable doses, he declares, appears in nearly all cases to arrest the growth of malignant tumours. Of 50 cases treated during the last three years four are tentatively regarded as cured and many have improved, while 21 have ended fatally. Research along the lines of the new discovery is as yet only in the preliminary stage. It is being financed by two well-known public men whose names are not divulged, and is understood to be in the care of a committee of doctors.

The Statesman Sat, 12 November https://epaper.t

THE HINDU

Date: 13/11/2022

Personalised cell 'editing' used treat cancer patients: study –*The Hindu, 13th Nov., 2022*

Personalised cell 'editing' used to treat cancer patients: study

Press Trust of India

Scientists have, for the first time, used the CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) technology to insert genes that allow immune cells to attack cancer cells, potentially leaving normal cells unharmed and increasing the effectiveness of immunotherapy.

The CRISPR gene editing technique has been previously used in humans to remove specific genes to allow the immune system to be more activated against cancer.

The research, published in the journal *Nature*, used CRISPR to not only take out specific genes, but also to insert new ones in immune cells efficiently redirecting them to recognise mutations in the patient's own cancer cells.

When infused back to patients, these CRISPR-engineered immune cells preferentially traffic to the cancer and become the most represented immune cells there, the researchers said.

Cell therapy

The human immune system has specific receptors on immune cells that can specifically recognise cancer cells and differentiate them from normal cells.

These are different for every patient, so finding an efficient way to isolate cancer cells and insert them back into immune cells to generate a personalised cell therapy to treat cancer is key to making the approach feasible on a large scale.

The researchers found an efficient way to isolate these immune receptors from the patient's own blood.

After isolation, the immune receptors are used to redirect immune cells to recognise cancer using the CRISPR gene editing.

"This is a leap forward in developing a personalised treatment for cancer, where the isolation of immune receptors that specifically recognise mutations in the patient's own cancer are used to treat the cancer," said Antoni Ribas from the University of California, U.S., and a corresponding author of the research paper.

"The generation of a personalised cell treatment for cancer would not have been feasible without the newly developed ability to use the CRISPR technique to replace the immune receptors in clinical-grade cell preparations in a single step," he added.

The researchers report treating as many as 16 patients with a variety of solid cancers including colon, breast and lung cancers.

THE TIMES OF INDIA

Date: 14/11/2022

Lung cancer is hitting younger desis: Study *– The Times of India, 14th Nov.,2022*

Lung cancer is hitting younger desis: Study

'60% With Small Cell Lung Cancer Heavy Smokers'

DurgeshNandan.Jha
@timesgroup.com

New Delhi: The mean age at which Indians are diagnosed with Small Cell Lung Cancer (SCLC), an aggressive form of the disease, is 57 years — approximately a decade earlier compared to the western countries, says a study that looked at the profile of SCLC cases treated at AIIMS here during 2008-2020.

It also underscores the role of smoking in the development of SCLC which comprises 13-15% of all lung cancer cases globally as well as in India.

Between 2008 and 2020, the lung cancer clinic of AIIMS managed 361 SCLC patients. According to the study published in Lung India, 43% of the patients were reformed smokers whereas 35% were current smokers. "More than 60% of the patients were heavy smokers," says the study.

"Our study showed that close to 80% of the patients were former or reformed smokers, making it the single most important factor associated with SCLC. It is also pertinent to note that 65% of the patients in our study were heavy smokers (smoking index more than 300), further reiterating the role of smoking and its intensity in the development of SCLC," it says.

Getty Images/iStockphoto

STUB IT OUT

The study found that around 20% of the patients diagnosed with SCLC were non-smokers. The researchers say it is difficult to ascertain the exact reasons for the same but point towards the role of air pollution in the development of lung cancer.

"Although it is difficult to ascertain the exact reasons for the same, there is evidence that prolonged exposure to particulate matter 2.5 mm (PM2.5) in ambient air is associated with an increase in the risk of lung cancer, especially in low and middle-income nations," they said.

The most common symptoms of SCLC patients were cough (84%), fatigue/weakness (83%), loss of weight (77%), shortness of breath (74%), loss of appetite (73%) and chest pain (72%). Also, 4.8% of patients presented with partial blockage in the superior vena cava, a major vein in the upper body that carries blood from head, neck, upper chest and arms to the heart, says the study.

The researchers included former AIIMS director Randeep Guleria, head of pulmonology department Anant Mohan and Rambha Pandey from the department of radiation oncology among others. It showed approximately one-third (34%) of the patients had received anti-TB treatment for varying durations before the diagnosis of cancer.

"In our study, the maximum time delays (in the initiation of cancer treatment) occurred between patient referrals from his primary doctor to our referral centre (122 days). One of the primary reasons for this could be the lack of pulmonary medicine specialists involved in the initial management of such patients or simply a lack of clinical suspicion due to the high burden of TB in our population. We feel this is an area that needs urgent reform and education about the high-risk groups and their symptoms, which will enable early and timely referral of patients with suspected lung cancer to specialist centres," it said.

THE TIMES OF INDIA

Date: 14/11/2022

‘Wanted to show cancer is not impossible to fight’ ***– The Times of India, 14th Nov.,2022***

‘Wanted to show cancer is not impossible to fight’

Marcus.Mergulhao
@timesgroup.com

Panaji: IPS officer Nidhin Valsan, who on Sunday finished the Ironman 70.3 race in Goa, completed his 70.3 miles in eight hours, three minutes and 53 seconds (8:03:53 hrs), well before the cut-off time of eight-and-a-half hours.

The Ironman 70.3 race includes 1.9km of swimming, 90km cycling and 21km running, back-to-back, to be completed within the stipulated time.

“It was actually tough to just think of participating in the Ironman race. I was not sure. My health was bad, and I had put on a lot of weight—90kg—because of high steroids (which were used) during chemotherapy. I wanted to do something that would reduce my weight,” said the 37-year-old police officer.

Rajtilak Naik

GRITTY: Nidhin Valsan taking part in the Ironman competition in Goa

Initially, Valsan thought of competing in a half marathon. It involves running for 21km, at whatever pace. When friends told him of Ironman 70.3 being held in Goa, his eyes lit up.

His first day of training, in February this year, included one-minute run, followed by two minutes of walk. He almost gave up after 15 minutes since his body wasn’t ready to take the load. But he soldiered on and completed the 40-minute task.

Slowly but surely, he was making progress. His body started responding to the challenge, and after a month, the training routine became part of his life.

“The idea was to just try. Once I started enjoying the process, it became part of my life. I tried to sleep on time and, due to my office work, trained early in the morning. When everyone was sleeping, I was training. When everyone was going out for dinner and partying, I was sleeping, giving my body time to recover,” said Valsan.

It was not until October that the police officer was convinced that he could pass the Ironman 70.3 test, however exacting it might be.

“I thought if I am able to do this, I will be able to show the world what one can achieve, and hopefully show to everyone that cancer is not an impossible disease to fight. It’s difficult, but you can fight, defeat it, and then do better and challenging things,” he told **TOI**.

“Once you decide what you have to do and the brain is tuned, the body will follow. This is what happened to my life,” he said.

THE TIMES OF INDIA

Date: 16/11/2022

Deadly Cocktail: How Docs, Shady Firms Joined Hands To Make Fake Cancer Drugs – *The Times of India, 16th Nov.,2022*

Deadly Cocktail: How Docs, Shady Firms Joined Hands To Make Fake Cancer Drugs

Syndicate Was Manufacturing And Supplying Over 21 Spurious Medicines, Say Police

Rajshekhar.Jha
@timesgroup.com

New Delhi: After completing his MBBS from China's Hubei University and clearing his foreign medical graduate examination (FMGE), the screening test of the Medical Council of India, Dr Pabitra Narayan Pradhan's career took the usual path. From Delhi's GTB Hospital, he moved to Super Speciality Cancer Institute and later to Deepchand Bandhu Hospital as a junior resident. Cops said a 'business proposition' by a fellow medicine student from Bangladesh to manufacture medicines by procuring active pharmaceutical ingredients (APIs) was too tempting for him to pass up on, prompting his journey into a life of crime.

To make big money, Pradhan got his cousin Shubham Manna and Ram Kumar involved in his plan and started making spurious cancer drugs. "He had been providing spurious medicines at a discounted 50% of market prices. He was manufacturing and supplying more than 21 spurious cancer medicines of various companies of different countries," special commissioner (crime) Ravindra Yadav said.

The syndicate comprised highly-qualified and well-earning individuals. Manna had completed his BTech and served in MNCs before joining hands with Pradhan. Police said his job was to generate barcodes, emboss batch numbers and expiry dates on medicines. He also looked after overall packaging of the spurious medicines.

Another accused, Ram Kumar, ran a factory named RDM Biotech in Haryana's Gannaur, where the fake medicines were prepared using starch and API. During interrogation, he told cops he met Pradhan in Bawana in 2018 during a business deal. At the time, Pradhan posed as a doctor at AIIMS.

Another suspect, Aekansh Verma, ran a pharma company named Medyork in Chandigarh, police said. "He supplied one lakh capsules to the gang. The capsules had 'Incepta', a Bangladeshi brand, engraved on them. He took fake Tegrisso and other spurious cancer cure tablets from Pradhan and supplied them to users," special CP Yadav added.

Verma used the facility of Indiamart to get mobile numbers of customers who were searching for cancer medicines online. "He used to contact them and provide spurious medicine at a cheaper rate. He was taking 50% margins on sale price," Yadav said.

Another suspect, Parbhat Kumar, is the owner of Aditya Pharma, which has an office in Bhagirath Place.

"He is an MBA graduate and had worked in an MNC . Later, he got into wholesale business of medicines related to oncology and nephrology. Pradhan used to come to his shop for cancer drugs. After some time, he offered him spurious drugs at lower prices," DCP (crime) Amit Goel said.

The other arrested accused, Pankaj Bohra and Ankit Sharma, are ITI diploma holders who handled the supply chain through couriers. Cops are now looking for other members of the syndicate and raids are on in three states to nab them, sources said.

PLAYING WITH LIVES

THE OPERATION & ARREST

- **7 members of international syndicate, including MBBS doctors, MBAs and engineers, arrested by Crime Branch**
- Manufacturing units busted at Sonipat, Haryana; godown busted at Tronica City, Ghaziabad
- **20 international brands' cancer medicines worth ₹8 crore recovered.** Huge quantity of loose medicines, packets, packaging material and machinery equipment also seized

MODUS OPERANDI

- Gang designed foil strips, outer packaging and got them printed from Dehradun and Noida
- **One module provided capsules, while the other procured the raw material and API (actual pharmaceutical ingredients) to prepare spurious tablets and capsules at factory in Gannaur, Sonipat**
- The prepared capsules and tablets were then packaged professionally at an office in Tronica City, Ghaziabad
- The medicines were sent to couriers, as per the demand given by the accused doctors
- **Proceeds of crime were invested in real estate in Gurgaon, West Bengal and Nepal**

SPURIOUS MEDICINES SEIZED

S.No	Name of Medicine	Original Company	Quantity
1	Tab Tagrisso 80 mg	AstraZeneca	150 tablets
2	Tab Tagrix 80 mg	BEACON Pharma	80 strips
3	Tab Osicent 80mg	Incepta Pharma	4,620 tablets
4	Tab Olanib 150mg	Everest Pharma	1,200 tablets
5	Cap Palboxen 125 mg	Everest	105 capsules
6	Tab Osimert 80mg	Everest	600 tablets
7	Cap Palbocent 125mg	Incepta	911 capsules
8	Tab Ventoxen 100 mg	Incepta	660 tablets

MAIN CHARACTERS

1 Dr Pabitra Narayan Pradhan
An MBBS from University of China. Worked with GTB Hospital, Super Specialty Cancer Institute, Delhi and Deepchand Bandhu Hospital in Delhi as junior resident

2 Shubham Manna
B.Tech from Bengaluru. Earlier served in MNCs

3 Ram Kumar
Ran a pharmaceutical factory, named RDM Biotech, in Gannaur, Haryana

4 Aekansh Verma
Has own pharma firm called Medyork Pharma Chandigarh. Supplied consignments of 1 lakh capsules to gang. Also lured patients through Indimart e-commerce portal

5 Parbhat Kumar
Owner of Aditya Pharma and has office in Bhagirath Place, Chandni Chowk, Delhi. An MBA, who has earlier worked in an MNC. Later, came into wholesale business of oncology and nephrology-related medicines

6 Pankaj Singh Bohra
ITI diploma holder, handled packaging

7 Ankit Sharma
ITI diploma holder, handled courier and delivery of medicines

Date: 16/11/2022

City cops bust int'l racket selling fake life-saving cancer drugs, arrest doc *– The Times of India, 16th Nov.,2022*

City cops bust int'l racket selling fake life-saving cancer drugs, arrest doc

Rajshekhar.Jha
@timesgroup.com

New Delhi: In a two-month-long operation, Delhi Police's crime branch has busted an international racket manufacturing and selling spurious life-saving cancer medicines, thus endangering the health of critical patients.

Seven members of this syndicate, including the alleged kingpin — an MBBS doctor — three pharma company owners and an engineer, have been arrested. Two more doctors are under the scanner, but are absconding.

The racket allegedly invested the proceeds of the crime in real estate across India and Nepal.

Special commissioner (crime) Ravindra Singh Yadav said a factory in Sonipat and a packaging and storage unit in Ghaziabad's Tronica City have been unearthed and Rs 8 crore worth fake medicines of 20 reputed international brands seized.

►Cops tracing patients, P 5

LENS ON 2 MORE DOCS

- ►Fake cancer medicines of 20 international brands recovered from Gzb godown
- ►Owners of 3 pharma cos arrested; lens on 2 more docs, including a B'deshi
- ►Racket invested proceeds of crime in real estate in Gurgaon, Bengal and Nepal

Kingpin worked in GTB Hospital

Alleged kingpin Dr PN Pradhan, a Noida resident, did his MBBS from China's Hubei univ. He worked in Delhi's GTB Hospital & Deep Chand Bandhu Hospital. P 5

THE TIMES OF INDIA

Date: 16/11/2022

Cops trying to trace patients who were conned by gang ***– The Times of India, 16th Nov.,2022***

Cops trying to trace patients who were conned by gang

Rajshekhar.Jha
@timesgroup.com

New Delhi: The international fake drugs syndicate that has been busted by Delhi Police used to procure capsules from an associate's firm and then manufacture fake medicines by filling them mostly with starch. It cost them a few rupees in making and packaging these but each capsule fetched them Rs 20,000 at the least, Special commissioner (crime) Ravindra Singh Yadav said. While a strip of original life-saving drugs costs around Rs 2 lakh in the white market, the syndicate promised patients they would help them get a strip for Rs 1.5 lakh.

"The gang was selling false hopes by providing fake drugs with no active ingredients and thus playing with lives of innocent victims," Yadav said. The cops are now tracing the patients who became victim to this con. They have also appealed to the public to buy medicines from trusted and established sources and not fall for crooks.

The accused kingpin has been identified as Dr Pabitra Narayan Pradhan, a resident of sector 45 in Noida. He and six of his associates had come under the scanner after the interstate cell of the crime branch received inputs about a gang selling spurious cancer drugs. A team led by DCP Amit Goel, comprising ACP Ramesh Lamba, inspector Satender Mohan and others, was formed to bust the racket.

Technical surveillance and on-ground verification of inputs led the cops to the godown in Ghaziabad. Some arrests were subsequently made. During verification of recovered medicines, the representative of one of the brands, AstraZeneca, confirmed that recovered medicines were fake.

"Amit Kumar, the manager, regulatory affairs of AstraZeneca, reported that the recovered medicine, Tagrisso 80 MG (Osimertinib Tab), was counterfeit and posed a patient safety risk," special CP Yadav added.

During interrogation, Dr Pradhan revealed the roles of one Dr Rasel from Bangladesh and another, Dr Anil. Cops are looking for them.

The accused revealed that they used to prepare the foil strips and outer packaging by replicating the original design and then got them printed in Dehradun and Noida. Their associate then supplied them with empty capsules and other raw materials, following which spurious medicines were prepared in their factory in Sonipat. The consignment, as per demand, was then sent to the unit in Ghaziabad. The final packaging and supply were carried out from there. During the raid on the godown, the officials of UP Drug Control Department were also roped in, who have filed a separate FIR.

In addition to fake medicines, a huge quantity of packaging material, boxes and equipment like a batch-mark embossing machine, induction sealing machine, tablet counter machines, shrink water dryer, stamps for hologram and hologram strips were also seized.

The cops are now digging deeper into where the suspects used the proceeds of crime. Among the seizures are two plots in Gurgaon on which eight flats are being constructed, Rs 1.3 lakh cash, land parcels in Durgapur and Nepal. Cash worth Rs 14.99 lakh has been frozen in the bank locker of the accused.

একদিন

Date: 17/11/2022

মালদা মেডিক্যালে চালু হল ক্যানসার রোগের চিকিৎসা- *একদিন, 17th Nov., 2022*

একদিন KOLKATA EDITION - 17 Nov 2022 - Page 6

মালদা মেডিক্যালে চালু হল ক্যানসার রোগের চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যস্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চালু হতে চলেছে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা পরিষেবা। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাস থেকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ক্যানসার হাব চালুর সম্ভবনা রয়েছে। তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ ক্যানসার হাব। রোগীদের নিয়মিত রেডিও থেরাপি ও কেমো দেওয়া হবে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকেই। তবে শুধু মালদা জেলার ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রোগীরা নয়, এই পরিষেবা চালু হলে উত্তরবঙ্গ সহ পার্শ্ববর্তী বিহার ও ঝাড়খণ্ডের রাজ্যের রোগীরাও উপকৃত হবেন। মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নবনির্মিত ট্রমা কেয়ার ভবনের একাংশ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যানসার হাব। প্রথম ও দ্বিতীয় তলে রয়েছে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা পরিকাঠামো ও রোগীদের থাকার ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সরকারি কোনও হাসপাতালে অত্যাধুনিক সিটি সিমুলেটর ও লিন্যাক মেশিন বসানো হয়েছে। ক্যানসার রোগের সিটিস্ক্যান ও রেডিও থেরাপি দেওয়ার জন্য এই দুটি অত্যাধুনিক মেশিন রাখা হবে। মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আধুনিক এই দুটি মেশিন আপাতত অন্য কোনও হাসপাতালে নেই।

উল্লেখ্য, মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ক্যানসার বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় রোগীদের। মেডিক্যাল কলেজের ক্যানসার বিভাগের মোট ছয় জন চিকিৎসক রয়েছেন। সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছে ক্যানসার হাবে। রেডিও থেরাপি চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি ও মিলে গিয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর পুরঞ্জয় সাহা জানিয়েছেন, এই পরিষেবা চালু হলে বহু রোগী উপকৃত হবেন।

THE HINDU

Date: 18/11/2022

Natco partner loses appeal in U.S. on cancer drug copy – ***The Hindu, 18th Nov., 2022***

Natco partner loses appeal in U.S. on cancer drug copy

The Hindu Bureau
HYDERABAD

Drugmaker Natco Pharma on Wednesday said that the Appeals Court in the U.S. had rejected marketing partner Alvogen's appeal on Ibrutinib tablets of 140 mg, 280 mg, 420 mg and 560 mg strengths – the proposed generic equivalents to cancer drug Imbruvica tablets.

Natco and its co-development and marketing partner Alvogen Pine Brook LLC, USA, are assessing their options on the way forward, the pharma company said.

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 18/11/2022

ক্যানসারে মৃত ছাত্রের শ্রাদ্ধের দিনে অ্যাকাউন্টে এল ট্যাব কেনার টাকা- ***আনান্দবাজার পত্রিকা, 18th Nov., 2022***

ক্যানসারে মৃত ছাত্রের শ্রাদ্ধের দিনে অ্যাকাউন্টে এল ট্যাব কেনার টাকা

আর্যভট্ট খান

আগামী বছরেই উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল তার। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন হলে মায়ের মোবাইল ব্যবহার করত দ্বাদশ শ্রেণির অনীশ সান্যাল (১৭)। তবে নিজের একটা মোবাইল কেনার স্বপ্ন ছিল তার অনেক দিনের। অপেক্ষায় ছিল, স্মার্টফোন বা ট্যাব কিনতে সরকারের দেওয়া ১০ হাজার টাকা কবে ঢুকবে তার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

গত সোমবারই ছিল তার সেই স্বপ্নপূরণের দিন। সে দিনই ট্যাব কেনার টাকা ঢোকে অনীশের অ্যাকাউন্টে। কিন্তু তা আর দেখা হয়ে ওঠেনি ওই পড়ুয়ার। ক্যানসার আক্রান্ত অনীশের লড়াইটা চলছিল গত এক বছর ধরেই। গত ৪ নভেম্বর সেই লড়াইয়ে ছেদ পড়ে। আর গত সোমবার ছিল অনীশের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। কান্নায় ভেঙে পড়ে মা টিনা সান্যাল বলছেন, "ছেলেটাই তো নেই। ট্যাব কেনার টাকা নিয়ে আমি আর কী করব?"

মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর পাওয়া অনীশ আর পাঁচটা ছেলের মতোই ছিল ছটফটে। কিন্তু একাদশ শ্রেণিতে ওঠার পরে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তার। টিনা বলেন, "ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানা যায়, ওর ফুসফুস আর হৃদ্‌যন্ত্রের মাঝে একটা টিউমার হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওই টিউমার ম্যালিগন্যান্ট।"

এর পরেই জীবন বদলে যায় অনীশের। ভেলোর থেকে শুরু করে এসএসকেএম— সর্বত্র চলে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ১০টা কেমোথেরাপি। তবে এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের প্রস্তুতিতে ছেদ পড়তে দেয়নি সে। বরং, বাড়িতে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে।

বাগুইআটির কলেজ মোড়ের বাসিন্দা অনীশ বাঙুরের নারায়ণ দাস বাঙুর মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলছেন, "ওর পাশে আমরা সব সময়ে ছিলাম। এমনকি অনীশ প্রি-টেস্ট দিতে চেয়েছিল বলে বাড়িতে বসেই যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করেছিলাম। প্রি-টেস্টে ভালই ফল করেছিল অনীশ।" তবে শেষরক্ষা হয়নি। শেষের দিকে কেমো নিলেই রক্ত কমে যাচ্ছিল তার। "ক্যানসারের মতো অসুখের সঙ্গে যেন আর লড়তে পারছিল না ও"— বলছেন টিনা।

অনীশ সান্যাল।

অনীশেরা দুই ভাই। বড় ভাই আকাশ কলেজপড়ুয়া। সংসার চলে মূলত টিনার শাশুড়ির পেনশনের টাকায়। টিনা বলেন, "ছোট ছেলের স্বপ্ন ছিল নিজের মোবাইলের। করোনার সময়ে আমার ফোন দিয়েই পড়াশোনা চালিয়েছে। প্রায়ই বলত, টাকাটা ঢুকলেই দু'-এক দিনের মধ্যে স্মার্টফোন কিনবে। কিন্তু যখন সেই টাকা এল, তখন ও-ই আর পৃথিবীতে নেই।" কান্নায় গলা বুজে আসে সদ্য সন্তানহারা মায়ের।

অনীশের অ্যাকাউন্টে আসা ট্যাব কেনার এই টাকা কি সে ক্ষেত্রে ফেরত চলে যাবে শিক্ষা দফতরে? সঞ্জয় বলেন, "বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কথা বলে টাকাটার কী হবে, সেটা জানব।"

আজকাল

Date: 21/11/2022

অকালে প্রয়াত অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা- ***আজকাল , 21th Nov., 2022***

অকালে প্রয়াত অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা

মুখ্যমন্ত্রীর শোক

ঐন্দ্রিলা শর্মা

আজকালের প্রতিবেদন

ক্যান্সারকে হারিয়ে দিয়েছিলেন দু-দু'বার। এবার পারলেন না। মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিদায় নিলেন অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। রবিবার দুপুরে তাঁর জীবনাবসান হয়। ১ নভেম্বর রাতে তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হয়। গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হয় হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। অস্ত্রোপচারের পর তিনি কোমায় চলে যান।

অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পরিবার ও অনুরাগীদের সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মার অকাল প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ হাওড়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রতিশ্রুতিময়ী তরুণী এই অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৪ বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে এবছর 'অসাধারণ প্রত্যাবর্তন' বিভাগে টেলি সম্মান অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। মারণরোগের বিরুদ্ধে অদম্য মনোবল নিয়ে তিনি যেভাবে লড়াই করেছেন তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর ট্র্যাজিক প্রয়াণ অভিনয় জগতের এক বড় ক্ষতি।

১৯৯৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ঐন্দ্রিলার জন্ম। বাবা, দিদি ডাক্তার। ১৭ বছরের জন্মদিনে জানতে পারেন, কঠিন রোগ বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। তার পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যান। ভর্তি হন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। কালার্স বাংলার 'ঝুমুর' ধারাবাহিকের মাধ্যমে অভিনয় শুরু। গোয়ায় একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং করতে যাওয়ার কথা ছিল। ১ নভেম্বর রাতে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকার্ত স্টুডিও পাড়া, অনুরাগীরা।

রবিবার বিকেলে হাওড়ার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ঐন্দ্রিলার দেহ কুঁদঘাটের বাড়ি হয়ে আনা হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রাতে কেওড়াতলা শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বহরমপুরে তাঁর আদি বাড়ির এলাকায় শোকের ছায়া।

THE TIMES OF INDIA

Date: 21/11/2022

TV actor Aindrila, cancer survivor passes away after 20-day hosp stay-

The Times Of India, 21th Nov., 2022

TV actor Aindrila, cancer survivor, passes away after 20-day hosp stay

Priyanka.Dasgupta
@timesgroup.com

AN INSPIRATION FOR MANY

Debobrata Shome

Family members break down as Aindrila Sharma's (inset) body is brought to her Kudghat residence

Birth | February 5, 1997

Death | November 20, 2022

Some popular serials | 'Jibon Jyoti', 'Mahapeeth Tarapeeth', 'Jiyon Kathi', 'Jhumur'

Web series | 'Bhagar'

Reality shows she appeared in
'Didi No.1', 'Dadagiri'

Award | On March 10 this year, CM Mamata Banerjee presented Aindrila with the 'remarkable comeback' award at the Tele Samman Awards. Two months before that, the actor had completed shooting for 'Jiyon Kathi' on her return to the city after her first chemotherapy session in Delhi

Kolkata: TV actor Aindrila Sharma passed away at a private hospital in Howrah on Sunday noon. The 25-year-old had battled a Primitive Neuro-Ectodermal Tumor (PNET) in the spine in 2015 and had a relapse in 2021. Her demise on Sunday came as a big blow to people across the country who had sought inspiration in her war against cancer.

On November 1, Aindrila was brought to the emergency section of Narayana Superspeciality Hospital in a comatose condition and was immediately intubated and put on a ventilator. Her CT scan of the brain showed a massive haemorrhage in the left half of the brain. "Our neurosurgeon performed a critical surgery and the biopsy showed she had brain metastases from Ewing's sarcoma. Metastatic Ewing's sarcoma is an extremely fatal disease with very poor prognosis," the hospital bulletin said.

While a combined team of neurosurgeon, neurologist, critical care specialist, infectious disease specialist, medical oncologist, radiologist and radiation oncologist worked on Aindrila, her beau, actor Sabyasachi Chowdhury, took to social media, asking people to pray for a miracle.

Over the years, Aindrila's documentation of her war against cancer resonated with many. Born and brought up in Behrampore, Murshidabad, Aindrila had been in the news for both her performance in television projects and her positive approach to life. In the 20 days since she was admitted, even those who had never watched her television programmes prayed for her.

Though still on ventilator post surgery, Aindrila had shown signs of recovery. According to the hospital, she developed a massive stroke in the left side of her brain 10 days after surgery. Later, she developed a stroke on the right side of the brain. On Sunday, she suffered cardiac arrest and succumbed at 12.59pm.

Condolence messages flooded social media after the news broke. Actor Prosenjit Chatterjee posted that her "willpower" will remain an "inspiration"; chief minister Mamata Banerjee tweeted that the zeal with which Aindrila had fought cancer will remain an example for others. "Her tragic demise will be a big loss for the acting world," the CM posted.

On Sunday, videos of Aindrial's episodes from 'Didi No.1' and 'Dadagiri' went viral again. Many couldn't hold back tears watching her match steps with Arijit Singh's 'Asatoma Sadgamaya' from 'Khaad' that was aired on 'Dadagiri' with Sourav Ganguly in the audience. The heart-tugging moment came when Ganguly took a cue from the line, '*Eto anando ayojon sobi britha amae chhara*' and hugged Aindrila to underline the emptiness of celebrations in her absence. On Sunday, the clip resonated the feeling of loss that Bengal felt.

THE TIMES OF INDIA

Date: 21/11/2022

Actor Aindrila, cancer survivor passes away - ***The Times Of India, 21th Nov., 2022***

Actor Aindrila, cancer survivor, passes away

TV actor **Aindrila Sharma** passed away at a private hospital in Howrah on Sunday afternoon.

The 25-year-old had battled a Primitive Neuro-Ectodermal Tumor in the spine in 2015 and had suffered a relapse in 2021. On November 1, she was brought to Narayana Superspeciality Hospital in a comatose condition and was given ventilator support. A CT scan of the brain showed massive haemorrhage in the left half of the brain. She underwent a critical surgery, and a biopsy showed brain metastases from Ewing's sarcoma, a fatal disease with very poor prognosis. After briefly showing signs of recovery, she suffered two brain strokes and died of a cardiac arrest at 12.59pm on Sunday. CM Mamata Banerjee was among the many — including her acting peers — to express condolence on social media. **P3**

THE TIMES OF INDIA

Date: 21/11/2022

24-yr-old actor who inspired fight against cancer passes- ***The Times Of India, 21th Nov., 2022***

24-yr-old actor who inspired fight against cancer passes

Priyanka.Dasgupta
@timesgroup.com

Kolkata: TV actor Aindrila Sharma passed away in Howrah on Sunday. Sharma (24) had battled a primitive neuro-ectodermal tumor (PNET) in the spine in 2015 and had a relapse in 2021. Her demise came as a big blow to people across the country who had sought inspiration in her war against cancer.

On November 1, Aindrila was brought to the emergency section of Narayana Superspeciality Hospital in a comatose condition and was immediately intubated and put on ventilator. Her CT scan of the brain showed a massive haemorrhage in the left half of the brain. "Our neurosurgeon performed a critical surgery and the biopsy showed she had brain metastases from Ewing's sarcoma. Metastatic Ewing's sarcoma is an extremely fatal disease with very poor prognosis," the hospital bulletin said.

While a combined team of neurosurgeon, neurologist, critical care specialist, infectious disease specialist, medical oncologist, radiologist and radiation oncologist worked tirelessly on Aindrila, her beau, actor Sabyasachi Chowdhury, took to social media to request people to pray for a miracle. Though she lost the final battle, Aindrila will forever remain a fighter for them.

Over the years, Aindrila's documentation of her war against cancer had resonated with many. She became a symbol of optimism for anyone fighting against the disease

Over the years, Aindrila's documentation of her war against cancer had resonated with many. She became a symbol of optimism for anyone fighting the war against the disease.

Aindrila has been in the news for both her performance in TV projects like 'Jibon Jyoti', 'Mahapeeth Tarapeeth' and 'Jiyon Kathi', and her positive approach to life. In the 20 days since she was admitted, even those who had never watched her shows prayed for her.

Though still on ventilator post surgery, Aindrila had shown signs of recovery. As per the hospital, she developed a massive stroke in the left side of her brain 10 days after surgery. Later, she developed a stroke on the right side of the brain. On Sunday, she suffered cardiac arrest and succumbed at 12.59pm.

Condolence messages flooded social media after the news broke. "Her demise will be a big loss for the acting world," tweeted chief minister Mamata Banerjee.

THE TIMES OF INDIA

Date: 23/11/2022

Dr Reddy's faces US anti-trust suit over cancer drug- ***The Times Of India, 23th Nov., 2022***

Dr Reddy's faces US anti-trust suit over cancer drug

TIMES NEWS NETWORK

Hyderabad: Pharma major Dr Reddy's Laboratories on Tuesday informed the bourses that it has been named as a defendant in an anti-trust complaint pertaining to cancer drug Revlimid (Lenalidomide) that was recently filed in a US court.

Apart from Dr Reddy's and its US arm, Bristol Myers Squibb, Celgene and several generic pharma players have been named as defendants in the complaint.

The complaint, which was filed on November 18, purportedly on behalf of a class of indirect purchasers, seeks damages for alleged overpayments and equitable relief.

"The complaint…asserts claims under federal and state anti-trust laws and other state laws alleging that the defendants improperly restrained competition and maintained a shared monopoly in the sale of brand and generic Revlimid through their respective settlements of patent litigation," Dr Reddy's said in a filing with the bourses.

Dr Reddy's said the allegations against it lack merit and that it will defend the litigation

Dr Reddy's said the allegations against it lack merit and it will vigorously defend the litigation. Dr Reddy's had settled its patent litigation with Celgene, a wholly owned subsidiary of BMS, for Revlimid capsules in September 2020. Revlimid is used in the treatment of multiple myeloma and myelodysplastic syndromes.

আজকাল

Date: 26/11/2022

ফুসফুসে ক্যান্সারঃ আধুনিক যন্ত্র আনছে এসএসকেএম- ***আজকাল,26th Nov.,2022***

ফুসফুসে ক্যান্সার: আধুনিক যন্ত্র আনছে এসএসকেএম

বিভাস ভট্টাচার্য

ফুসফুসে দ্রুত এবং আরও নিখুঁতভাবে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করতে অত্যাধুনিক যন্ত্র আসছে এসএসকেএম হাসপাতালে। এন্ডোব্রঙ্কিয়াল আল্ট্রাসাউন্ড ব্রঙ্কোস্কপি (ইবিইউএস) বা ইবাসের সাহায্যে ফুসফুসে ক্যান্সারের উপস্থিতিও ধরা পড়বে। হাসপাতালের পালমোনোলজি বিভাগে এই যন্ত্র বসানো হবে।

এ বিষয়ে এসএসকেএমের পালমোনোলজি বিভাগের প্রধান ডা. অমিতাভ সেনগুপ্ত বলেন, 'রাজ্যের কোনও হাসপাতালে অত্যাধুনিক এই যন্ত্র নেই। আমাদের হাসপাতালের ডিরেক্টর এবং এমএসভিপি'র উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সহায়তায় রাজ্যে প্রথম এই যন্ত্র আমরা পেতে চলেছি।

কীভাবে কাজ করবে এই যন্ত্র? বিভাগীয় প্রধান বলেন, 'যন্ত্রের সাহায্যে গলায় একটি নল ফুসফুসে পৌঁছে যাবে। নলে থাকবে আল্ট্রাসাউন্ডের 'প্রোব'। সাধারণ ব্রঙ্কোস্কপিতে যেটা ধরা যায় না, সেটা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়বে। সেইসঙ্গে বায়োপ্সির প্রয়োজনে মাংসও নিয়ে আসা যাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে।'

বিভাগীয় প্রধান বলেন, 'দেখা গেছে ৫০ শতাংশ ক্যান্সারের রোগীই দেরি করে আমাদের কাছে আসেন। যার ফলে চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই জটিল হয়ে যায়। এই রোগের ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় হবে, তত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হবে এবং রোগীর উপকার হবে।

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 27/11/2022

রানি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন – ***আনান্দবাজার পত্রিকা, 27th Nov., 2022***

রানি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন

লন্ডন, ২৬ নভেম্বর: জীবনের শেষ কয়েকটা বছর মজ্জার ক্যানসারে ভুগছিলেন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ, সেই কারণেই এত পায়ে ও কোমরে যন্ত্রণা হত তাঁর। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর একটি জীবনীতে দাবি করা হল এমনটাই। 'এলিজ়াবেথ: অ্যান ইন্টিমেট পোর্ট্রেট' শীর্ষক এই বইটা লিখেছেন জাইলস ব্র্যান্ডরেথ। তিনি বর্তমান রাজা তথা রানী দ্বিতীয় এলিজ়াবেথের পুত্র তৃতীয় চার্লসের বন্ধু ও পার্লামেন্টের প্রাক্তন সাংসদ।

জাইলসের বক্তব্য, বাকিংহাম প্যালেস খোলসা না করলেও বিশেষ সূত্রে তিনি জানতে পারেন যে শেষ বয়সে মায়েলোমা তথা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ। মজ্জায় প্লাজ়মা কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে সৃষ্টি হয় এই ক্যানসারের। জাইলসের দাবি, এর ফলেই রানির দ্রুত ওজন হ্রাস হয়েছিল। বেশির ভাগ সময়েই ক্লান্ত থাকতেন তিনি। বইটিতে এ-ও দাবি করা হয়েছে, ২০২১ সালে প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যুর পর থেকে রানি আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নেন। শরীর খুব খারাপ লাগলে নিজের ঘরে বসে টিভিতে অনুষ্ঠান দেখতেন তিনি। জাইলস লিখেছেন, রানি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে। বিষয়টি অত্যন্ত আত্মমর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। *সংবাদ সংস্থা*

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 27/11/2022

প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় ভরসা সিএমআরআই – *আনান্দবাজার পত্রিকা, 27th Nov., 2022*

প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় ভরসা সিএমআরআই

বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক আর নিত্য নতুন ওষুধ আবিষ্কার হোক না কেন, ক্যান্সার হয়েছে শুনলে বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় ভয় মাখা ঠান্ডা কোনও স্রোত। বিশেষজ্ঞদের মতে এই মুহূর্তে ডায়গনসিস ও সাপোর্টিভ চিকিৎসা যথেষ্ট উন্নত। তবুও ক্যান্সার, এই শব্দটা যেন উদ্বেগময়। একটা লড়াই। শারীরিক ও অর্থনৈতিক। এসব দিক বাদ দিলে পড়ে থাকে রোগ বিষয়ক সচেতনতা। সজাগ হওয়া জরুরী কারণ, এই রোগ যত প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়বে, সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

জেনে রাখা দরকার প্রস্টেট ক্যান্সারের স্বাভাবিক উপসর্গ গুলি। পুরুষদের একটা বয়সের পরে প্রস্টেটের সমস্যা তৈরি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। মূত্রত্যাগে নানা প্রকারের সমস্যা দেখা দেয়। বেশিক্ষণ মূত্র ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাশাপাশি মূত্রের সঙ্গে রক্ত, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, জ্বর, খাওয়াতে অরুচি ও অস্বাভাবিক ভাবে ওজন কমতে থাকলে বুঝতে হবে ক্যান্সার অ্যাডভান্স স্তরে দানা বেঁধেছে শরীরে। সচেতনতার প্রয়োজন এই জায়গাতেই। প্রথমেই যখন মূত্রত্যাগে সামান্য অসুবিধা বোধ করতে পারবেন তখনই একবার ডাক্তারি পরামর্শ নেওয়া দরকার। কী হয়েছে সেটা বোঝার জন্য যদি 'আরেকটু দেখি' এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে যান, তখন থেকেই আসলে দেরি হওয়া শুরু হতে থাকে।

এই মাস ছ'য়েক আগের কথা। বাষট্টি বছর বয়সী একজন মানুষ মূত্রত্যাগের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে যান। ডায়াগনসিস শুরু হবে, ইতিমধ্যেই তাঁর মূত্র দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। আর বুঝতে দেরি হয় না যে কী হয়েছে তার। পিএসএ টেস্ট করে সুনিশ্চিত হলেন ডাক্তারবাবু। ক্যান্সার শুনে সেই মুহূর্তে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন ভদ্রলোক ও তাঁর পরিবার। পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্টেটেকটমির (রোবোটিক র‍্যাডিকাল) খরচ শুনে একটু হতাশ হন তিনি। পরে ওপেন র‍্যাডিকাল প্রস্টেটেকটমি করা হয় ভদ্রলোকের। প্রায় ছয় দিন সিএমআরআই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। ভয়ের দিন কেটেছে তাঁর। এই মুহূর্তে মূত্রত্যাগ করতে বা প্রয়োজন অনুযায়ী একটু অপেক্ষা করতে অসুবিধা হচ্ছে না তাঁর। বাড়িতেই আছেন। সার্জারি পরবর্তী কিছু কিছু বাধা নিষেধ আছে তাঁর জীবনে ঠিকই। তবে ক্যান্সারের বিষ আর নেই শরীরে। ভয়ে ভয়ে বাঁচা এখন অতীত তাঁর কাছে। সার্জারির নাম ও খরচ শুনে প্রাথমিক ভাবে ভয় পেলেও তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন জীবনে।

ডা: বিভাস রঞ্জন কুন্ডু
কনসালট্যান্ট, ইউরোলজিস্ট
সিএমআরআই

"এই মুহূর্তে ক্যান্সারের চিকিৎসায় একাধিক প্রক্রিয়া আছে যা অনেক উন্নত। পিএসএমএ পিইটি স্ক্যানের মাধ্যমে রোগটি কোন স্তরে আছে সেটা ডায়গনসিস করে সার্জারি বা রেডিয়েশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কথা ঠিক যে যত আগে রোগটি ধরা পড়বে চিকিৎসায় ততটাই ভাল ফল হবে। সেক্ষেত্রে রোগের উপসর্গ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে সকলকেই।"

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 27/11/2022

ক্যানসার নিরাময়ে সচেতনতাই একমাত্র চাবিকাঠি – আনান্দবাজার পত্রিকা, 27th Nov., 2022

ক্যানসার নিরাময়ে সচেতনতাই একমাত্র চাবিকাঠি

বিগত কয়েক বছর ধরেই ব্রেস্ট ক্যানসারের হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ভারতে ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্তরা ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছেন। চিকিৎসকদের মতে মূলত শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে পঁচিশ শতাংশই এই রোগে আক্রান্ত হন। এর কারণ হিসেবে চিকিৎসকরা যদিও দায়ী করেন ব্রেস্ট ক্যানসার সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব।

ডা: সঞ্জয় গুপ্ত
কনসালট্যান্ট, সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট
সিএমআরআই

"ক্যান্সার নিয়ে সবার মনে প্রথমেই যে ভীতিটা কাজ করে সেটা একেবারেই সত্যি নয়। বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসা আমাদের দেশে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সুস্থ হওয়া যায়। ক্যান্সারের জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসাটা দরকার, তবেই আমরা ক্যান্সারকে রুখে দিতে পারব।"

অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, ব্রেস্ট ক্যানসারের চিকিৎসা নির্ধারিত হয় ক্যানসারের স্টেজ অনুযায়ী। সচরাচর ব্রেস্ট ক্যানসার পুরোপুরি সেরে যায়, তবে সেক্ষেত্রে ক্যানসার নির্ধারণ করার সময়টা বিবেচ্য। যত দ্রুত ক্যানসার ধরা পড়বে, সুস্থতার সম্ভাবনাও বাড়বে। ভারতে চল্লিশ শতাংশ ব্রেস্ট ক্যানসারই প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়, তিরিশ শতাংশ ব্রেস্ট ক্যানসার স্টেজ থ্রি বা লোক্যালি অ্যাডভান্সড ক্যানসার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া বাকি তিরিশ শতাংশ অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছে যাওয়ার পর ধরা পড়ে। ষাট শতাংশ ব্রেস্ট ক্যানসার সাধারণত হরমোন সেনসেটিভ ব্রেস্ট ক্যানসার হয়, হরমোন ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা যেতে পারে। চিকিৎসক আরও জানান, পঁচিশ শতাংশ ক্যানসার ইআরবিবিটু বা হারটু নিউ পজিটিভ ব্রেস্ট ক্যানসার, এক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধ ও কেমোথেরাপি চিকিৎসার মাধ্যম হিসেবে ফলপ্রসূ।

ব্রেস্ট ক্যানসারের চিকিৎসায়. ক্যানসারের প্রকৃতি অনুযায়ী রেডিওথেরাপি, সার্জারি এবং প্রয়োজন অনুসারে মেডিকেশন ব্যবহার করা হয়। সার্জারির মধ্যে রয়েছে ম্যাসেকটোমি, লাম্পেক্টোমি ইত্যাদি। এছাড়াও রোগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে কেমোথেরাপি, হরমোনথেরাপিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সি এম আর আই হসপিটালের অঙ্কোলজি বিভাগ ক্যান্সার সংক্রান্ত যাবতীয় চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের হস্তক্ষেপে ব্রেস্ট ক্যানসারসহ অন্য বিভিন্নধরনের ক্যানসার প্রতিরোধে সিএমআরআই হসপিটাল রোগীদের ভরসা জুগিয়ে যাচ্ছে।

ডা: ইন্দ্রনীল খান
কনসালট্যান্ট, মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট
সিএমআরআই

"ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে মানুষের মধ্যে আরও বেশি সচেতনতা বাড়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সি এম আর আই হসপিটালে স্ক্রিনিং, ম্যামোগ্রাফির মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবন্দোবস্ত দিতে পারি। ক্যানসার যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে তাহলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়, তাই এবিষয়টা মাথায় রাখতে হবে।"

Date: 29/11/2022

অ্যাপেই রক্তের ক্যান্সার রোগীর যাবতীয় তথ্য – ***আজকাল, 29th Nov., 2022***

অ্যাপেই রক্তের ক্যান্সার রোগীর যাবতীয় তথ্য

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের সমস্ত ধরনের রক্তের ক্যান্সার রোগীদের তথ্য এক ছাদের নীচে আনার উদ্যোগ নিচ্ছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সমস্ত ক্যান্সার রোগীর যাবতীয় তথ্য হাতের মুঠোয় মিলবে। নতুন বছরেই নতুন এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। রাজ্যে সরকারি পরিকাঠামোয় এই ধরনের মোবাইল অ্যাপ প্রথম। যা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে এনআরএসের হেমাটোলজি বিভাগ। করাল কর্কট রোগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে লিউকোমিয়া, অ্যানিমিয়া, ক্রনিক মায়েলয়েড লিউকোমিয়া, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া–সহ বিভিন্ন ধরনের রক্তের ক্যান্সারের আক্রান্তের সংখ্যা এতটাই বেশি যে সরকারি হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। তাই এবার অভিনব এই ভাবনা নিয়ে এগোতে চাইছে এনআরএস। সহায়তায় রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। মারণ রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন সত্ত্বেও খরচের ভয়ে অনেকে পিছিয়ে আসেন। এনআরএসের অধ্যক্ষ ডাঃ পীতবরণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এখন অ্যাপ তৈরির কাজ শুরু হবে। দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করছি আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এটি জিআইএস (জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম) মতো হবে। গোটা রাজ্যের রক্তের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীরা ওই অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য আপলোড করতে পারবে। চিকিৎসকেরাও দেখতে পারবেন। এলাকাভিত্তিক ক্যান্সার আক্রান্তের ডাটা তৈরি হলে আগামী দিনে চিকিৎসা পরিষেবায় অনেক সুবিধা হবে। কোন এলাকায় কি ধরনের রক্তের ক্যান্সার রোগী বেশি, কোন বয়সে বেশি হচ্ছে, চিকিৎসার অগ্রগতি কতদূর এই সমস্ত বিষয়ের ওপর একটি স্টাডিও করা যাবে। তাতে সুবিধা হবে আগামী দিনে প্রতিরোধের পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে। ব্লক স্তর পর্যন্ত এই সিস্টেম কাজ করবে। কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এনআরএস–কে বাছাই করা হয়েছে।

রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন এই অ্যাপের মাধ্যমে হাতের মুঠোয় সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল নির্বিশেষে মিলবে তথ্য। সমস্ত রক্তের ক্যান্সার রোগীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে একটি ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি করতে পারলে আগামী দিনে চিকিৎসা পরিষেবাতেও অনেক সুবিধা হবে।

November 2022

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute
Central Library